দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 NOV 1987
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

১৭৫

এ শিক্ষার দাম কি

১৯৮৭ সনের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলো। ময়মনসিংহের আনন্দমোহন আর মামনুন্নিসা কলেজ-এর মত ভাল কলেজগুলো মার খেলো, আর নকলবাজ কলেজগুলোর বেশীর ভাগ ছাত্র ছাত্রী পেয়ে গেল প্রথম বিভাগ। এই রেজাল্টের পরপরই দেখা যাবে, সব বড়বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেবলমাত্র মার্কের জোরে বিভিন্ন 'গাইড' নিয়ে এদেরই নাড়াচাড়া। আর যারা ভাল কলেজ থেকে পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছে, কিন্তু ভাল ডিভিশন পায়নি এদের ভাগ্যে কোন রকম দরখাস্ত করারই সুযোগ থাকবে না। আমার প্রশ্ন, ছোটখাটো মফস্বল শহরের নকলবাজ কলেজগুলো ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কেন এমন ছিনিমিনি খেলে? এরা সব চাকুরি ক্ষেত্রের 'ভাইবা বোর্ডে' কিংবা লিখিত পরীক্ষায় করবেটা কি? বারবার কি বলবে, 'আমি S.S.C-H.S.C-তে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছি।' আর সেই তাবিজ গলায় ঝুলিয়েই বেকার দেশের বেকারত্বের সংখ্যা আরও বাড়াবে।

তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আগামী বছরগুলো থেকে যেন নকলবাজ কলেজগুলোর পরীক্ষা-কেন্দ্র বাতিল করা হয়; এবং সেই সঙ্গে জেলা সদরে যে সমস্ত বড় বড় কলেজ রয়েছে সেই সমস্ত কলেজে ঐ সব কেন্দ্রের সকল পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা নেয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীদের সত্যিকারভাবে শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে এবং তাদের ভবিষ্যৎ-এর কথা ভেবে আমার মতে নকলবাজ কলেজগুলোর পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করে ঐ সমস্ত কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীর সীট কোন ষ্ট্যাণ্ডার্ড কলেজে ফেলা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বনানী চক্রবর্তী
২য় বর্ষ (সম্মান) ব্যবস্থাপনা,
আনন্দ মোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
ময়মনসিংহ।